বাংলাদেশ দূতাবাস
বেইজিং

২৭ মার্চ ২০২৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

উৎসবমুখর পরিবেশে বেইজিং-এ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন

গত ২৬ মার্চ ২০২৪ তারিখে বেইজিং-এ যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হয়। চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি কর্তৃক দূতাবাস প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সকালে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী সকল শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা এবং ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়।

সন্ধ্যায় বেইজিং-এর স্থানীয় এক হোটেলে দিবসটি উপলক্ষে একটি কূটনৈতিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চীনের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন শিয়াওদং প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। বাংলাদেশ ও চীনের জাতীয় সংগীত বাজানোর মধ্য দিয়ে সন্ধায় অনুষ্ঠানের শুরু হয়। রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি অনুষ্ঠানে এক শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। রাষ্ট্রদূত ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে টোস্ট করেন এবং এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগন প্রধান অতিথি চেন শিয়াওদং ও রাষ্ট্রদূত জসীম উদ্দিন-এর সাথে কেক কাটায় অংশগ্রহন করেন।

বাংলায় প্রদত্ত বক্তৃতায় রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ কিভাবে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে সে প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। সেই সাথে তিনি স্মরন করেন মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহিদ, ২ লাখ সম্ভ্রম হারা মা-বোন, জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক, সমর্থক ও বিদেশি বন্ধুদের যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অসামান্য অবদান রেখেছেন। রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার কথা উল্লেখ করে ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবসকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় পাড়ি দিয়েছে এবং যে দেশটি নিয়ে অনেকে সন্দিহান ছিলেন সেই দেশটি-ই এখন বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে পরিচিত বলে রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিনত হবার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বন্ধুরাষ্ট্র চীনের কথা এবং চীনকে বাংলাদেশের একটি নির্ভরযোগ্য ও অন্যতম অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেন। সেই সাথে দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সফর বিনিময়ের কথাও তুলে ধরেন এবং মিয়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত নাগরিকদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের দীর্ঘ অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার জন্য চীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রদূত জসীম উদ্দিন জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বাংলাদেশে সৃষ্ট সমস্যা এবং ইসরাইল কর্তৃক প্যালেস্টাইনে আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করে তা সমাধানের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি ও প্রধান অতিথি এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও অংশগ্রহন করেন এবং দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, চীনা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগন, চীনের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, বিনিয়োগকারী, বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ ও দূতাবাস পরিবারের সকল সদস্যরা যোগ দেন।

EMBASSY OF BANGLADESH
Beijing
বেইজিং
বাংলাদেশ দূতাবাস

*****